যায়যায়দিন

তারিখ 27 FEB 2007
পৃষ্ঠা 2 কলাম 2

সমাবর্তনে যাবো কর্তৃপক্ষ চাইলে বক্তৃতাও করবো : ড. ইউনূস

যাযাদি রিপোর্ট

ড. ইউনূসের রাজনৈতিক দল নাগরিক শক্তিতে জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতিফলন ঘটবে। জনগণের চিন্তা-ভাবনার ওপর গুরুত্ব দিয়েই নাগরিক শক্তির লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ঠিক করা হবে। জনগণ যতো দ্রুত সাড়া দেবেন দল গঠন প্রক্রিয়া ততোই ত্বরান্বিত হবে। তিন দিনের সফর শেষে দুবাই থেকে দেশে ফেরার পর গতকাল সকালে জিয়া ইন্টারন্যাশনাল এয়ারপোর্টে ভিআইপি লাউঞ্জে তিনি সাংবাদিকদের এ কথা বলেন।

প্রফেসর ইউনূস জানান, আগামীকাল ঢাকা ইউনিভার্সিটির সমাবর্তন অনুষ্ঠানে আমন্ত্রিত অতিথি হিসেবে তিনি যোগ দেবেন এবং কর্তৃপক্ষ চাইলে বক্তৃতাও দেবেন। ঢাকা ইউনিভার্সিটির সমাবর্তন অনুষ্ঠানে তার যোগদানকে কেন্দ্র করে যে বিতর্কের সৃষ্টি হয়েছে সে প্রসঙ্গে তিনি সাংবাদিকদের বলেন, এ

সমাবর্তনে যাবো কর্তৃপক্ষ

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

বিষয়ে আমার তেমন কিছু জানা নেই। আমাকে যারা আমন্ত্রণ জানিয়েছেন তাদের কাছে আমি কৃতজ্ঞ। আমন্ত্রণ যদি বাতিল না হয়ে যায় তবে আমি সমাবর্তনে যাবো। সমাবর্তনে তার যোগদানকে ঘিরে ছাত্রলীগ এবং ছাত্রদলসহ অন্যান্য সংগঠনের বিরোধিতা সম্পর্কে তিনি কোনো মন্তব্য করতে অপারগতা জানান।

দলের গঠনতন্ত্র এবং কাঠামো কবে নাগাদ ঠিক হতে পারে জানতে চাইলে ইউনূস বলেন, আমি তো এখনো দলই গঠন করিনি। সবে তো রাজনীতি করা এবং দল গঠন করার ঘোষণা দিয়েছি। আগে দল গঠন হোক তারপর বাকি কাজ হবে। জনগণ যদি আগ্রহ দেখায় অবশ্যই আমাদের দল গঠন প্রক্রিয়া যথাসম্ভব দ্রুত করা হবে। আর যদি সাড়া পেতে বিলম্ব হয় তবে দল গঠন প্রক্রিয়া কিছুটা পিছিয়ে যেতে পারে।

দেশে জরুরি অবস্থা জারির পর দল গঠনের সিদ্ধান্ত নিলেন কেন জানতে চাইলে ইউনূস বলেন, আমি তো চেয়েছিলাম একটি অবাধ, সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচন। নির্বাচন না হওয়ায় দল গঠনের সিদ্ধান্ত নিই। দেশে জরুরি অবস্থা চলাকালে ড. ইউনূসের রাজনৈতিক দল গঠনের ঘোষণার আইনগত বৈধতা নিয়ে বিএনপির তরফ থেকে যে প্রশ্ন উত্থাপন করা হয়েছে সে প্রসঙ্গে তিনি বলেন, আমার দল গঠন প্রক্রিয়া যদি বেআইনি হয় সেজন্য দেশে আইনের লোক আছেন। তারা নিশ্চয়ই বিষয়টি দেখবেন।

দুবাই ভিত্তিক ধাবি গ্রুপের চেয়ারম্যান শেখ নাহিয়ানের সঙ্গে বৈঠক এবং নাহিয়ানের কাছে বাংলাদেশে একটি উন্নত হসপিটাল ও মেডিকাল কলেজ স্থাপনের অনুরোধ সংক্রান্ত প্রকাশিত সংবাদের সত্যতা সম্পর্কে ইউনূস বলেন, এ নিয়ে বিতর্কের কোনো অবকাশ নেই।

কারণ নাহিয়ান ধাবি গ্রুপের চেয়ারম্যান কি না সেটা আমার জানা নেই। দেশে একটি ইন্টারন্যাশনাল মেডিকাল কলেজ করার ব্যাপারে নাহিয়ানের সঙ্গে আমার আলোচনা হয়েছে এবং তিনি এতে সম্মতি দিয়েছেন।

নানা বিতর্কের মধ্যে কাল ঢাকা ইউনিভার্সিটির ৪৩তম সমাবর্তন

ইউনিভার্সিটি রিপোর্টার

নানা বির্তক শিক্ষকদের এক অংশের বর্জন আর ভিসির বিরুদ্ধে প্রতারণার অভিযোগের মধ্যেই আগামীকাল অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে ঢাকা ইউনিভার্সিটির ৪৩তম সমাবর্তন। তবে শেষ পর্যন্ত সমাবর্তন বক্তা কে হবেন না সমাবর্তন বক্তা ছাড়াই অনুষ্ঠিত হবে এ নিয়ে সংশয় রয়েই গেছে। যাকে নিয়ে এতো বিতর্ক সেই নোবেল বিজয়ী প্রফেসর ড. মুহাম্মদ ইউনূস সমাবর্তনে আসছেন।

নানা বির্তকের

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

গতকাল ইউনাইটেড আরব এমিরেটস থেকে ফিরে তিনি সাংবাদিকদের এ কথা জানিয়েছেন। তবে তিনি সমাবর্তনে মূল বক্তা হিসেবে বক্তৃতা দেবেন না। শুধু ডক্টর অফ লজ ডিগ্রি গ্রহণ করবেন। ইউনিভার্সিটির ভিসি প্রফেসর ড. এস এম এ ফায়েজও এ বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন। সকালে ড. ইউনূসের আগমনের প্রতিবাদে লিফলেট বিতরণের সময় পুলিশ হিযবুত তাহরীরের ছাত্র সংগঠন বাংলাদেশ ছাত্র মুক্তির চারজনকে আটক করেছে। পরে তাদের রমনা থানায় নিয়ে যাওয়া হয়। দুপুরে কলাভবনের সামনে লিফলেট বিতরণের সময় পুলিশ কয়েক ছাত্রকে ধাওয়া দেয়। গতকাল সারা দিন ক্যাম্পাসে বিপুল সংখ্যক পুলিশ মোতায়েন ছিল। সাদা পোশাকে তারা ক্যাম্পাসে টহল দেয়। এ জন্য সাধারণ ছাত্রদের পূর্ব নির্ধারিত মৌন মিছিলটি সম্পন্ন হয়নি।

সমাবর্তনে ড. ইউনূসের অংশগ্রহণের বিষয়টি এখন পর্যন্ত শিক্ষক, সাধারণ ছাত্র ও ছাত্র সংগঠনগুলোর নেতারা মেনে নিতে পারেনি। ছাত্র সংগঠনগুলো এখনো ড. ইউনূসের ব্যাপারে প্রতিবাদ জানাচ্ছে। সন্ধ্যায় এ বিষয়ে নীল দলের শিক্ষকরা একটি মিটিং করেন। মিটিংয়ে একইসঙ্গে তারা ভিসির প্রতারণামূলক আচরণের জন্য তার সমালোচনা করেন।

সমাবর্তনে বক্তব্য দেবেন না বলে ড. ইউনূস গত ১৫ ফেব্রুয়ারি ইউনিভার্সিটি কর্তৃপক্ষকে একটি চিঠি দেন। কর্তৃপক্ষ এ বিষয়টি কাউকে জানায়নি। গত পরশু ভিসি সত্যতা স্বীকার করলে শিক্ষক ও ছাত্রদের মধ্যে এ ব্যাপারে বিরূপ প্রতিক্রিয়া দেখা যায়। শিক্ষকরা ভিসির এ ধরনের আচরণের তীব্র প্রতিক্রিয়া জানিয়েছেন। এ ঘটনায় দুপুরে ভিসির সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত ডিনস কমিটির মিটিং থেকে ওয়াক আউট করেন জীববিজ্ঞান অনুষদের ডিন প্রফেসর আনোয়ার হোসেন। মিটিংয়ে আমন্ত্রণ জানানো হয়নি সামাজিক বিজ্ঞান অনুষদের ভারপ্রাপ্ত ডিন প্রফেসর আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিকীকে। এদিকে ড. ইউনূসকে বর্জনের যুক্তি দেখিয়ে শিক্ষকরা ক্যাম্পাসে একটি লিফলেট বিতরণ করেন। রাতে এ রিপোর্ট লেখা পর্যন্ত সমাবর্তনের ব্যাপারে সিন্ডিকেটের মিটিং চলছিল।